মর্ত্যলোকের গদ্য

বাংলাদেশ : গন্তব্য কোথায়?

নন্দিনী হোসেন

২৬ নভেম্বর ২০০৬

এমন জগাখিচুড়ি মার্কা অদ্ভুত সংকটকাল আর দেখেনি এ দেশের মানুষ । আক্ষরিক অর্থেই একটা ক্রান্তিকালে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। অতএব দেশের মানুষকেই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা দেশটাকে কোন পথে নিয়ে যেতে চান। আমাদের রাজনিতীবিদদের ও এখন সময় এসেছে পরিণত আচরণ করার। মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হলো না। একাত্তর থেকে দু'হাজার ছয়। আর কত? আমজনতার সাথে লুকোচুরী খেলা বন্ধ করে নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করা খুবই জরুরী এখন, এই মুহুর্ত্যে। আমাদের জানার অধিকার আছে আপনারা আসলে কি চান? দয়া করে দু'নৌকায় পা দেওয়া বন্ধ করে দেশের স্বার্থ বিবেচনা করুন আগে। বিশেষ করে যারা নিজেদের প্রগতিশীল, ধর্মনিরেপেক্ষ দল বলে দাবী করেন তাদের প্রতি অনুরোধ, সুবিধাবাদের এই সর্বনাশা পথ পরিহার করার সময় এখনই। গাছে ও থাকবেন আবার তলারটাও বাদ দেবেন না এমন তো হতে পারে না। নিজেদের ধর্ম নিরেপেক্ষ, প্রগতিশীল ধারার প্রতিনিধিত্বকারী দল বলে প্রচার করবেন আবার সুযোগ মতো দলে দলে হুজুরদের দলে ভেড়ানোর সর্বনাশা খেলা খেলবেন - ইনকেলাবী দের বন্ধু সাজবেন, তা কি করে হয় ? দেশের মানুষকে এতটা মুর্খ ভাবা কি ঠিক ! আমাদের প্রগতিশীল, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবিরাও একদম চুপটি করে আছেন। তাতে করে তাঁরা এ দেশের প্রগতিশীল ধারারই শুধু ক্ষতি করে চলেছেন তাই নয় - অদূর ভবিষ্যতে এই সব স্বর্প যখন দুধ কলা পেয়ে দংশন করতে উদ্যত হবে তখন করার কিছুই হয়ত থাকবে না। ভালো করে একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না এক সাথে আন্দোলনের নামে এরা নিজেদের ভিতটুকু আর ও শক্ত করে নিচ্ছে শুধু। একদা যেমন নিয়েছিল জামাত। পালিয়ে বেড়ানো জামাত আজ মহিরূহ হয়েছে কি এমনি এমনি ? কি ভাবে কেমন করে হলো তা বিশ্লেষনের প্রয়োজন আছে বৈকি। ভূল থেকে শেখার জন্যই তা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইতিহাদ থেকে কেউ আসলে শেখে না কিছুই ! বিশেষ করে আমাদের নেতা নেত্রীরা। খালেদাকে ঠেকানোর জন্য তখন হাসিনা জামাতকে যে ছাড় দিয়েছিলেন, তার মাশুল আজ ও দিতে হচ্ছে এ জাতিকে । এটা কোন ভাবেই অস্বীকারের উপায় নেই। মনে রাখতে হবে আওয়ামীলীগ আর বি এন পি এক মাত্রার দল নয়। বি এন পি কে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়া যায়, যা বর্তমান জামাত করছে কিন্তু, আওয়ামীলীগ কে সামান্যতম ব্যবহার করতে পারলে তাদের একাত্তরের পাপ ভার লাঘব হয়ে যায়। অন্তত জনগণের চোখে তারা জাতে উঠে । জনমনে এক ধরনের গ্রহনযোগ্যতা পেয়ে যায়। আর এটাই তাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

তাই আওয়ামী লীগের সাথে ধর্মীয় দল গুলোর জোট বেঁধে আন্দোলন আন্দোলন খেলা আর বি এন পির সাথে জোট করে ক্ষমতায় যাওয়া এক কথা নয়। আমাদের কোন কোন বুদ্ধিজীবি যদি এই সত্য জেনেও শুধু মাত্র দলের কথা ভেবে দেশের কথা ভুলে যান, ভুলে থাকতে চান দেশের মানুষের কথা তাহলে এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ এ দেশের মানুষের জন্য আর কিইবা আছে । দলবাজী এমনই বিষাক্ত করে রেখেছে এ দেশটার আকাশ বাতাস যে আজ আর টর্চের আলো ফেলেও বিশুদ্ধ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ ! সত্যি কথাটা স্পষ্ট করে বলার মানুষের আজ বড় দরকার এ দেশটায়। কথায় কথায় শুধু রাজনীতিবিদ দের দায়ী করলেই হবে না, এঁদের ও সমান দায় আছে এ ব্যাপারে।

যা হোক। বি এন পি জামাত জোট ক্ষমতা ছাড়ার আগে পরে যা কিছু ঘটে গেছে তা নিয়ে এখানে আর কাসুন্দি ঘাটতে চাই না। এসবই সবার জানা। নির্বাচন আদৌ হবে কিনা, হলে কোন ধরনের নির্বাচন হবে তা এখনও ঝুলে আছে এক বিড়াট প্রশ্ন আকারে। তারপরও মনে হচ্ছে বি এন পি জামাত জোট যত আট ঘাট বেঁধেই বাসর সাজাক না কেন,নতুন করে সে বাসরে প্রবেশ করা অতটা সহজ আর হচ্ছে না। কারণ এ দেশের মানুষ ধর্ম প্রাণ হলেও তারা ধর্মান্ধ নয়। সাধারণ এই সব মানুষের ধর্মানুভুতিকে কাজে লাগিয়ে যারা নিজেদের সিংহাসনের পথ মসৃণ করে, তারা আর যাই হোক ধর্মের প্রতি সৎ যে নয় এই কথাগুলো আজ মানুষ ঠিকই ধরতে পারছে । নির্বাচন এলেই তাই আর ধর্মের জিকির তুলে পার পাওয়া যাবে না।

আওয়ামীলীগ সহ চৌদ্দদলকে অনুরোধ দেশটা স্বাধীন হয়েছিল যেসব আশা আখংকার ভিত্তিতে সেদিকেই নতুন করে আমাদের ফিরে তাকানোর সময় হয়েছে কি না তা যেন তাঁরা ভেবে দেখেন। বাহাত্তরের সংবিধান অনুসরণ করাই হবে আজকের সময়ের দাবী। বামদল গুলোর ভোটের হিসেব যাই হোক না কেন, তাঁরা যে রাজনীতিতে মোটামোটি সৎ এ সত্যটা সবাই স্বীকার করেন। তাঁরা এবার আওয়ামীলীগের সাথে জোটবদ্ধ হওয়াতে দেশের প্রগতিশীল ধারার ভিতর যে আশার সঞ্চার হয়েছে তেমনটি আর অতীতে কখনও দেখা যায়নি। আমাদের সবারই জানা এ দেশকে স্বাধীন করা হয়নি আরেকটা পাকিস্তান তৈরী করার জন্য। স্বাধীনতার মন্ত্রে এ দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা ঝাঁপিয়ে পরেছিল একটা উদার গনতান্ত্রিক, প্রগতশীল , ধর্মনিরেপেক্ষ ভুখন্ড লাভের আশায়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের কোন অংগীকার আমাদের তৎকালীন নেতাদের ছিল না জনগনের প্রতি। আজ সুযোগ এসেছে আওয়ামীলীগের সামনে সেই অংগীকার সৎভাবে পালন করার। এ দেশের বুকে মানুষ অনেক রক্তের বন্যা বয়ে যেতে দেখেছে। তারা নিজেরাও কম রক্ত দেয়নি। আন্দোলন সংগ্রাম ও কম করেনি এ পর্যন্ত। যখন যে নামেই আন্দোলন ডাকা হয়েছে মানুষ তাতে সাড়া দিয়েছে। একের পর এক কালো অধ্যায় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল এ মাটির বুকে। এরশাদের নয় বছরে মানুষ বার বার পথে নেমেছে রাজনৈতিক দল গুলোর ডাকে। নব্বই এর আন্দোলনে এরশাদের পতন ঘটায় এ দেশের মানুষ হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। তাঁরা ভেবেছিল হয়ত বা এবার তাদের সুদিন এলো। যদিও সে আশা এক অতল চোড়াবালিতে হারিয়ে যেতে বেশী সময় লাগেনি। মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখেছে রাজনৈতিক দলগুলো যা করছে শুধুই ক্ষমতায় যাওয়া এবং তা ধরে রাখার জন্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে অদ্ভুত এক সরকার তিন মাসের জন্য প্রতিষ্টিত হয়েছে। রাজনৈতিক দল গুলো একে অপরকে বিশ্বাস করে না। করার কারণ ও নেই অবশ্য। এই রাজনীতিকরাই আবার দাবী করতে লজ্জা পান না তারা যা করতে বলবেন তা বিনা বাক্য ব্যয়ে জনগন পালন করবে । তাঁদের কর্মী সমর্থক ছাড়াও যে বিশাল এক জনগুষ্টি পরে আছে সারা দেশ জুড়ে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায়, তাদের বলার কিছু নেই - করা তো বহু দুরের ব্যাপার। কারণ তাঁরা সংঘটিত নয়, তাঁদের পেশীর জোর নেই, নেই টাকার শক্তি। রাজনৈতিক দল গুলোর কাছে তারা এক চির মুর্খের দল ! যদিও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে, শহুরে নেতা-নেত্রী এবং তাদের সাংগ পাংগ দের বিলাস ব্যাসন যোগাতে উদয়াস্থ কাটতে হয় তাঁদেরই। এই বিশাল গ্রাম বাংলার আমমানুষ ধর্ম কর্ম করে ঠিকই কিন্তু অন্যের গলা কাটতে ,রগ কাটতে ছুঁটে না ধর্মের নামে। তাঁদের সহজাত বিচার বুদ্ধিতেই বুঝে মানুষের রক্তে হাত রাঙ্গিয়ে কোন ঈশ্বর, আল্লার বেহেস্তেই কারো জায়গা পাওয়ার কথা নয় ! তাঁরা তাই ঘৃণায় থু থু ছিটায় শায়েক গংদের । বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জামাত তাই এ দেশের প্রধান দল নয়। এখন ও তাকে বি এন পির কাঁধেই ভর দিয়ে চলতে হয়। তাতে সিট দ্' চারটা বাড়ে হয়ত কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ অশিক্ষিত হতে পারে, হতে পারে চরম দরিদ্র কিন্তু তারা ধর্মের রাজনীতি করে না। করতে রাজী নয়। যার জন্য আওয়ামী লীগ এখন ও দেশের একটি প্রধান দল। ভোটের হিসেবে এখন ও তাই আওয়ামী লীগের ভোটই বেশী।

দেশের এই ক্রান্তি কালে তাই আওয়ামীলীগকেই ভেবে দেখতে হবে তারা দেশের মানুষের সাথে বি এন পির নীতিহীন কায়দায় প্রতারণা করবে নাকি দলের মূল আদর্শে ফিরে যাবে। যেখানে রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না, ধর্ম থাকবে শুধুই মানুষের। রাষ্ট্র হবে ধর্ম নিরেপেক্ষ। ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা চিরতরে আইন করে বন্ধ করা হবে। বামদল গুলোর আওয়ামী জোটে অন্তর্ভুক্তি আমাদের কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছিল সত্যি কিন্তু ,তা যেন ক্রমশ মিলিয়ে যেতে বসেছে। আওয়ামীলীগের বর্তমান কিছু কার্য কলাপই তার জন্য দায়ী। তাঁরা জোট করার নামে যে ভাবে জাকের পার্টি ,ইসলামী ঐক্যজোট, ইনকেলাবী দের কোলে তুলে নিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত সেই দল বাড়ানোর নীতিহীন খেলায় মেতেছে তাতে এদেশের প্রগতিশীল ধর্মনিরেপেক্ষ ধারা বিপন্ন বলেই মনে হচ্ছে। শুধু মুখে ধর্মনিরেপেক্ষতার কথা বলাই যথেষ্ট নয় কাজেও তার প্রমান দেখানোটা এখন জরুরী। কৌশলের রাজনীতির নামে এ দেশের মানুষ কুটচাল অনেক দেখেছে এবার আসল এবং সবার সত্য রূপটি আমরা দেখতে চাই।

আর ও একটা বড় আশংকার ব্যাপার হচ্ছে, জামাত যেভাবে বি এন পি কে গিলে ফেলেছে - হয়তো এখন ও সম্পুর্ণ হজম করতে পারেনি কিন্তু, আরেকবার যদি এরা ক্ষমতায় আসতে পারে তখন বি এন পি বলে আলাদা আর কোন দল অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না। তার মানে হচ্ছে জামাতই কি হবে তখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দল ?! বি এন পি র বদলে আরও সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী জামাতের উত্তানই কি তবে বাংলাদেশের মানুষের নিয়তি ? সময় এসেছে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা আজ জানা। এখানে গোঁজামিলের কোন ঠাঁই নেই। আওয়ামীলীগ সব সময়ই আসল শত্রু জামাতকে রেখে বি এন পি কে প্রধান টার্গেট করার নীতি গ্রহন করায় জামাতের পক্ষে আজ এত দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। আবার যদি এই জোট ক্ষমতায় কোনভাবে আসতে পারে তখন যারা সত্যিকার বি এন পি ভক্ত ও একই সাথে যাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কাজ করছিল বা এখন ও করে তারা বি এন পি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং পুরোপুরী জামাতী সাজতে না পেরে নিষ্কিয় হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের বরং উচিত ছিল এদের দলে টানা। দুর্ভাগ্য এ দেশের মানুষের । আন্দোলন সংগ্রাম তো কম করেনি তাঁরা ,রক্ত ও কম দেয়নি। বিনিময়ে রাজনীতিকরা তাঁদের দিয়েছেন অশ্বডিম্ব। এবার অন্তত এই ক্রান্তিকালে দেশের প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ ধারার নব উত্তান ঘটুক, ধর্মনিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা চিরতরে বন্ধ হোক এই দেশে এটাই প্রত্যাশা।